স্কুল অ্যাকোলেড্ ‘স
৫ ম শ্রেণি
বিষয় : বাংলা
২য় সাময়িক পরীক্ষার ওয়ার্কশীট
৪র্থ সপ্তাহ (২৩ জুন থেকে ২৮ জুন)

প্রশ্নগুলোর উত্তর পড়ি ও লিখি :

ক. হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে ?

উত্তর : হাওয়াতে ঘাসফুল মাথা দোলাচ্ছে ।

খ. ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে ? কেন করছে ?

উত্তর : ফুল ছিড়ে , পায়ের নিচে পিষে আমরা যেন ঘাসফুলকে কষ্ট না দিই ঘাসফুল সেই মিনতি করছে । ঘাসফুল ঘাসের ছোট ছোট ফুল। ঘাসের বুকে প্রকৃতির মাঝে পরম আনন্দে তারা বেঁচে আছে । কিন্তু মানুষ ফুল ছিড়ে, হাঁটার সময় পা দিয়ে তাদের পিষে। এতে তারা কষ্ট পায়। কারণ ফুলেরও জীবন আছে। তাই ঘাসফুল এই মিনতি করছে, তাদের যেন মেরে ফেলা না হয় ।

প্রশ্ন গ, ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে ? কীভাবে তুলনা করেছে ?

উত্তর : ঘাসফুল পৃথিবীর বুকের স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছে। ঘাসফুলের মতে পৃথিবীর বুকের স্নেহ-কণাগুলো ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে । আর ঘাসফুল সেই স্নেহ-কণার লাল, নীল, সাদা হাসি। রূপকথা আর নীল আকাশের বাশি শুনে নিজেদের আনন্দে ভরিয়ে তোলে। মূলত ঘাসফুল নিজ সৌন্দর্য আর বিশেষত্ব তুলে ধরতে পৃথিবীর বুকের স্নেহ-কণার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে।

প্রশ্ন ঘ, ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

উত্তর : ফুল সৃষ্টিকর্তার অনন্য সৃষ্টি। ফুল সৌন্দর্য, ভালোবাসা আর পবিত্রতার প্রতীক । ফুল প্রকৃতির সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। নানা বর্ণের নানা গন্ধের ফুল মানুষকে মুগ্ধ করে। ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করে, সুবাস নিয়ে মানুষ আনন্দ পায়। এভাবেই ফুল মানুষকে আনন্দ দেয়।

৫ কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি :

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাশি-
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে ।

ব্যাখ্যা : ধরার বুকের স্নেহ-কণাগুলো ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে। সেই ঘাসে লাল, নীল, সাদা রঙের ঘাসফুল ফোটে। ঘাসফুল পরম আনন্দে বেঁচে আছে। রাতে যখন আকাশে তারা ফোটে তখন রূপকথা শুনে আর নীল আকাশের বাশির সুরে শান্ত বাতাসে সে দুলে ওঠে।

#কবিতার অংশটুকু পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শুধু দেখ আর খুশি হও মনে

সূর্যের সাথে হাসির কিরণে

কেমন আমরা হেসে উঠি আর

দুলে দুলে নাড়ি মাথা।

ধরার বুকে স্নেহ-কণাগুলি

ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

মাোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি

বূপকথা নীল আকাশের বাশি-

শুনি আর দুলি বাতাসে

যখন তারারা ফোটে।

১. নিচের শব্দগুলোর উত্তর পড়ি ও লিখি :

খুশি -আনন্দ।

কিরণ -আলো।

ধরা – পৃথিবী।

স্নেহ - আদর।

মোরা – আমরা।

রূপকথা - উপকথা, অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনি।

দুলি - দোল খায় এমন।

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর পড়ি :

(ক) কী কোথায় ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে? দুটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ১. স্নেহ-কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

২. পৃথিবীর বুকে তারা দীপ্তি ছড়ায়।

খ) ঘাসফুলকে দেখে কী করার কথা বলা হয়েছে? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর :

১. ঘাসফুলকে দেখে শুধু উপভোগ করার কথা বলা হয়েছে।

২. দেখে মনে মনে খুশি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূর্যের আলোর সাথে তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করার কথা বলা হয়েছে।

৩. সূর্যের আলোর সাথে তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করার কথা।

৪. প্রকৃতিতে তাদের অস্তিত্ব ও ছড়িয়ে থাকা সৌন্দর্য অনুভব করতে বলা হয়েছে।

(গ) ঘাসফুলেরা নিজেদের অনুভূতি কীভাবে প্রকাশ করেছে। এ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর :

১. ঘাসফুলেরা পৃথিবীর বুকে ফুটে ওঠে স্নেহ-কণার অন্য রূপ হয়ে।

২. সেই স্নেহ-কণাগুলোর রূপই তাদের লাল-নীল হাসিতে ফুটে ওঠে।

৩. প্রকৃতির সৌন্দর্যে তারা যেন রূপকথার দেশে চলে যায়।

৪. রূপকথার দেশের নীল আকাশের বাঁশি শুনে তারা মুগ্ধ হয় এবং বাতাসে দুলে তাদের সৌন্দর্য ছড়ায়।